১৮.ঈগল কিভাবে তার শিকার দেখা ছেড়ে দিতে পারে!

লড়াইটা ঈমান বনাম কুফর এর-
জন্ম থেকে এটা তাই ই ছিলো, ঈমান বনাম কুফর।

কিন্তু তুমি বেছে নিলে কুফর এর পথ, তাগুতের সেবা, তার দাসত্ব
সে পথেই তুমি তোমার অস্ত্র তুলে নিলে
হায়! তুমি তো যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলে আমার রবের সাথেই!

সেদিন থেকে তোমার আর আমার পথ আলাদা হয়ে গেলো
পথ আলাদা বটে কিন্তু আমরা মুখোমুখি হচ্ছি, হব, হতেই থাকব ইনশা আল্লাহ
কারণ, এ যে ঈমান বনাম কুফর এর লড়াই, আর এতো শেষ হবার নয়
যতদিন না- দুনিয়ার বুকে শুধুই কালিমার পতাকা উড়বে,
সুউচ্চ হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

আমি তোমাকে দেখি, একবার, দুইবার, বারবার
দেখতেই থাকি, তোমাকে দেখে আমার মনের তৃষ্ণা মেটেনা
তুমি ঈগল দেখেছো কখনো?
সে থাকে অনেক উঁচুতে, কিন্তু নজর থাকে নিচে, সে ঘুরতে থাকে, ঘুরতে থাকে, তার দু'ডানা ক্লান্ত হয়না।
কেন জানো? কারণ তার শিকার যে নিচে, সে কিভাবে ক্লান্ত হতে পারে!
অবশেষে ঈগল ছোঁ মারে, চোখের পলকে!

আমি তোমার হাসি দেখি, কান্না দেখি, আনন্দ দেখি, বিরহ দেখি
গভীর ভাবে লক্ষ করি তোমার প্রতিটি নড়াচড়া
কেন? কারণ তুমি যে আমার শিকার, আমি কিভাবে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি!

আমি তোমাকে দেখি, একবার, দুইবার, বারবার
দেখতেই থাকি, তোমাকে দেখে আমার মনের তৃষ্ণা মেটেনা

আমি তোমার দুর্বলতা খুঁজি, তোমার ভীতি খুঁজি, আমি দেখতে থাকি কখন তুমি ক্লান্ত হও

কখন তোমার হাত দুটো ক্লান্ত হয়ে যায়, অস্ত্র টা নামিয়ে রাখতে ইচ্ছে হয়
কারণ সেটিই আমার সময়, তোমাকে আঘাত হানার, তোমাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়ার
তোমার অনেক গর্ব, অনেক অহংকার, তোমার ট্রেনিং, তোমার ইউনিফর্ম, তোমার হেভি ক্যালিবার আর্মস
আচ্ছা বলতো, তুমি কি নিশ্ছিদ্র? না, তুমি কখনই তা নয়

আমি ঠিকই তোমার ছিদ্র খুঁজে বের করে ফেলবো ইনশা আল্লাহ
এরপর সেই ছিদ্র বরাবর আমি তোমাকে আঘাত করব,
তোমাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিবো ইনশা আল্লাহ

তুমি যখন ঘুমিয়ে যাও, আমি তখনও দেখতে থাকি, তোমাকে, তোমাদেরকে
রাতের নিঃশব্দতায় আমি তোমার দুর্বলতা খুঁজতে থাকি
কারণ? ঈগল কিভাবে তার শিকার দেখা ছেড়ে দিতে পারে!
তুমি তো বেছে নিলে কুফর এর পথ, তোমার আর আমার মাঝে একটি যুদ্ধ হতে যাচ্ছে-
আমি কী করে ভুলে থাকতে পারি তোমায়?

==

আমার লোন উলফ ভাইদের জন্য যারা ঈগলের মত কখনই শিকার দেখা ছেড়ে দেন না!